মেহেরপুরে নির্মানাধিন সেপটি ট্যাংকি ধ্বসে এক শ্রমিকের মৃত্যু, ৪ জন আহত

মেহেরপুরে নির্মানাধিন সেপটি ট্যাংকি ধ্বসে মাটি চাপা পড়ে ভনো
(৫৫) নামের এক নির্মান শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। একই সাথে আরও চারজন শ্রমিক গুরুতর আহত হয়েছে। সোমবার দুপুর ১২ দিকে মেহেরপুর শহরের ওয়াপদা পাড়ায় এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ভনো মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর খানপাড়ার মৃত অম্মত আলীর ছেলে। আহতরা হলেন, একই গ্রামের মালোপাড়ার হজ্জমালিথার ছেলে মোমিনুল(৩৫), ঘাটপাড়ার ফজর আলীর ছেলে যাদু(৪৫), খানপুরের আশরাফর আলীর ছেলে আজমত(৫৫) ও ফজর মোল্লার ছেলে ফজলু(৪৪)। আহতরা মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। এদের মধ্যে মোমিনুলের অবস্থা অশঙ্কাজনক।

আহত অবস্থায় উদ্ধার হওয়া শ্রমিকের মধ্যে আজমত আলী বলেন, মেহেরপুর দারিদ্র বিমোচন সংস্থা(ডিবিএস) এর পরিচালকের নির্মানাধীন বাড়িতে সেপটি ট্যাংকি খনন করছিলাম। এসময় হটাৎ করে মাটি ধ্বসে পড়ে। পরে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিসের কর্মিরা এসে আমাদের উদ্ধার করে।

স্থানীরা জানান, নির্মানাধীন বাড়িতে এর আগে পুকুর ছিল। সেটা ভরাট করে বাড়ি নির্মান করা হচ্ছিল। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে মেহেরপুর পৌর মেয়র ও জেলা পুলিশের একটি দল। ঘটনার সঠিক তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) জামিরুল ইসলাম।

লকডাউনের খবরে হাটবাজারে মানুষের উপচে পড়া ভীড় মাঠে ভ্রাম্যমান আদালত

লকডাউনের খবে ঝিনাইদহের বিভিন্ন বিপনীবিতান, হাট-বাজারে বেড়েছে মানুষের উপচেপড়া ভীড়। কোথাও নেই সামাজিক দূরত্ব বা স্বাস্থ বিধি মানার প্রবণতা। ক্রেতারা যেমন স্বাস্থ বিধি মানছে না তেমনি দোকানীদেরও একই অবস্থা। এদিকে আজ সকাল থেকে সন্ধা ৬টা পর্যন্ত দোকান খোলারাখার নির্দেশ দিয়েছে দোকান মারিক সমিতি।
রোববার সকাল ১০ টা থেকে বেলা ১২ টা পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন হাট-বাজার ও বিপনীবিতানগুলো ঘুরে দেখা গেছে, একদিকে যেমন লকডাউন তেমনি সামনে আসছে রমজান মাস। এ জন্য অনেকেই যেমন কাচা বাজার করছেন তেমনি অনেকেই আবার কিনে রাকছেন কাপড়-চোপড়।
তবে এদের কারো মধ্যেই নেই স্বাস্থ বিধি মানার প্রবণতা। শহরে কাপড় কিনতে আসা নারী আসমা বেগম জানান, শুনেছি কাল থেকে লকডাউন। কবে পরিস্তিতি স্বাভাবিক হবে জানি না। তাই আজকেই প্রয়োজনীয় কিছু কাপড় কিনে রাখলাম। অপর ক্রেতা রকি বিশ্বাস জানান, লক ডাউন কালকে থেকে শুরু।
তারপরও আবার রমজান মাস আসছে। তাই কিছু কাচা বাজার ও ছোলা-মুড়ি কিনতে আসছি। তবে স্বাস্থ বিধি না মানার বিষয়ে সদুত্তর দিতে পারেনি কেউ। অন্যদিকে লকডাউনের কথা শুনে হাটকাজারে মানুষের চলাচল বেড়ে যাওয়াই করোনা সংক্রমণ রোধে বিভিন্ন মার্কেট ও শপিং মলে স্বাস্থ বিধি ও সামাজিক দুরত্ব নিশ্চিতে মাঠে নেমেছে ভ্রাম্যমান আদালত।
সাড়ে ১১ টা থেকে অভিযান শুরু হয়ে চলে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত। এসময় এক সাথে গাদাগাদি করে কেনা-কাটা করায় ও দোকানে স্যানিটাইজিং ব্যবস্থা না থাকায় দোকান মালিক সহ ২৯ জনকে বিভিন্ন অংকে জরিমানা করা হয়। ভ্রাম্যমান আদালতের বিচারক ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হেদায়েত উল্লাহ জানান, জেলা প্রশাসন থেকে নিয়মিতই অভিযান পরিচালিত হচ্ছে।
তবে আগামীকাল থেকে লকডাউন এর কথা শুনে সাধারণ মানুষ বাইরে বেশি বের হয়েছে। যার ফলে হাট বাজার ও মার্কেট গুলোতে সামাজিক দুরত্ব নিশ্চিতে অভিযান করছি।

ঝিনাইদহে হুমকির মুখে জনস্বাস্থ্য লক্ষাধিক নলকূপ পানিশূন্য

হুমকির মুখে পড়েছে ঝিনাইদহের জনস্বাস্থ্য। জেলার লক্ষাধীক নলকূপ মাসের পর মাস পানিশূন্য অবস্থায় রয়েছে।
পানির জন্যে চলছে হাহাকার আর মাতম। মাঠ-ঘাট, বিল-ঝিল, জলাশয়, পুকুর-নদী কোথাও নেই পানি। পানি নেই নলকূপেও। জেলার ৬টি উপজেলায় লক্ষাধীক নলকূপে এ অবস্থা বিরাজ করছে। এর মধ্যে জেলার শুধুমাত্র শৈলকুপা উপজেলাতেই ৩০ হাজার নলকূপ পানির অভাবে অকেজো হয়ে গেছে। এছাড়া সদর, কালীগঞ্জ, মহেশপুর সহ বিভিন্ন উপজেলা ঘুরে দেখা গেছে কোন নলকূপেই পানি উঠছে না। গত কয়েক মাস ধরে এ অবস্থা বিরাজ করছে। কিছু কিছু জায়গাতে পানি মিললেও চলতি মাসের শুরুতে একেবারেই পানিশূন্য সব নলকূপ ।

পানির প্রাকৃতিক উৎসগুলি ক্রমেই পানি শূন্য আর গরমের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় ধীরে ধীরে সব নলকূপই এমন অবস্থায় দাঁড়িয়েছে। এ অঞ্চলে গত ৬মাসের বেশী সময় ধরে বৃষ্টিও নেই ফলে ক্রমেই অবস্থার অবনতি অব্যহত রয়েছে। তাছাড়া কৃষকেরা জানায়, গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রত্যেক শুষ্ক মৌসুমে তাদের সেচ খালগুলিতে পানি দিয়ে থাকে কিন্তু এবারে কোন ধরনের পানি ছাড়েনি প্রকল্প থেকে। সেচ খালে পানি প্রবাহ থাকলে নলকূপগুলোতেও পানির স্বাভাবিকতা কিছুটা থাকে।
তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে সুপেয় পানির,গ্রামাঞ্চলে প্রত্যেক বাড়ির নলকূপ অকেজো। ফলে একদিকে রান্না-বাড়া সহ ঘর-গৃহস্থালীর কাজে যেমন অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে অন্যদিকে গরু-ছাগল বা গৃহপালিত পশু- পাখির জন্যও পাচ্ছেনা বিশুদ্ধ পানি। এমন অবস্থায় হুমকির মুখে পড়েছে জনস্বাস্থ্য। তবে জনস্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তারা বলছে, ব্যাক্তি উদ্যোগে যারা বাড়িতে নলকূপ বসিয়েছে তারা জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ইঞ্জিনিয়রের পরামর্শ নিয়ে নলকূপ স্থাপন করলে শুষ্ক মৌসুমে পানির সংকট থেকে অনেকটাই মুক্তি পাবে। ডিজাইন অনুসারে টিউবওয়েল না বসালে প্রত্যেক শুষ্ক মৌসুমে এটি ঘটতেই থাকবে।

দেশের দক্ষিন-পশ্চিমাঞ্চলের জেলা ঝিনাইদহে রয়েছে ৬টি উপজেলা। এগুলো হলো শৈলকুপা, কালীগঞ্জ, কোটচাঁদপুর, মহেশপুর,

গুরুত্ব দিচ্ছে সচেতন মহলের অনেকেই। মাঠে সেচকাজে ব্যাপকহারে সেচপাম্প বসিয়ে ভূগর্ভস্থ পনির অতিরিক্ত ব্যবহার করায় সংকট বাড়ছে বলে অনেকে মনে করছে। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনে পানির স্তর উদ্বেগজনকভাবে নীচে নেমে যাচ্ছে বলে মতামত তাদের।

সুপেয় পনির সংকটে জনস্বাস্থ্য প্রসঙ্গে শৈলকুপা হাসপাতালের ডাক্তার রাশেদ আল মামুন জানান, বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার না করতে পারলে নানা ধরনের স্বাস্থ্যঝুকি থেকে যায়। বিশেষ করে শিশুরা ডাইরিয়া, আমাশয়, পেটেরপিড়া সহ নানা অসূখে পড়ে।
জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর ঝিনাইদহের নির্বাহী প্রকৌশলী আমিনুল ইসলাম জানান, জেলাজুড়ে কত হাজার বে-সরকারী বা ব্যাক্তি উদ্যোগে নলকূপ রয়েছে তা তাদের পরিসংখ্যানে নেই। তবে সরকারীভাবে জেলায় ৩২ হাজার নলকূপ স্থাপন করা আছে। আর এসব নলকূপে পানির স্বাভাবিক অবস্থা রয়েছে। তিনি জানান, বিভিন্ন ফোরামে বা সরকারের নীতি নির্ধারনী মহলে তারা জানিয়েছেন যাতে ডিজাইনমাফিক নলকূপ স্থাপনের আইন পাশ হয়। প্রকৌশলীদের পরামর্শ নিয়ে নলকূপ স্থাপন করলে শুষ্ক মৌসুমে পানির সংকট কমবে বলে তিনি পরামর্শ দেন।

গাংনীতে করোনাভাইরাস প্রতিরোধে স্বেচ্ছাসেবী কমিটি গঠন

করোনাভাইরাস সংক্রমণরোধে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করার জন্য স্বেচ্ছাসেবী কমিটি গঠন করেছে মেহেরপুরের গাংনী পৌরসভা। এছাড়াও পথচারীদের মাঝে মাস্ক বিতরণ, সড়কে ব্লিসিং পাউডার ছিটানো ও জনসচেতনতা সৃষ্টির কাজ করছে গাংনী পৌরসভা।
রোববার সকাল দশটার দিকে গাংনী বাস স্ট্যান্ড এলাকায় পথচারীদের মাঝে বিনামূল্যে মাস্ক বিতরণ করেন গাংনী পৌর মেয়র আহম্মেদ আলী, কাউন্সিলর ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। করোনাভাইরাস মোকাবেলায় সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহবান জানান মেয়র আহম্মেদ আলী।

দামুড়হুদায় সেভেন স্টার ফুটবল লীগের ৪র্থ খেলা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় সেভেন স্টার ফুটবল লীগের ৪র্থ খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকাল ৪টার দিকে দামুড়হুদা শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম মাঠে চিৎলা-গোবিন্দহুদা ফুটবল একাদশ বনাম বদনপুর বন্ধু সংঘের মাঝে খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়।
খেলাটিতে নির্ধারিত সময়ে কোন দল গোল না করতে না পারার পরবর্তীতে খেলাটি ট্রাইবেকারে চলে যায়।
ট্রাইবেকারে ২-০ গোলে চিৎলা-গোবিন্দহুদা ফুটবল একাদশ জয়ী হয়। খেলায় সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন চিৎলা-গোবিন্দহুদা ফুটবল একাদশের শিলন। ম্যান অব দ্যা ম্যাচের পুরস্কারের অর্থিক সহযোগিতা করেন দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের অর্থ সম্পাদক শমশের আলি ও ক্রীড়াপ্রেমী শহিদুল ইসলাম।
অতিথি থেকে পুরস্কার প্রদান করেন দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক ও দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিনের সাংবাদিক মোঃ হাবিবুর রহমান হাবীব, দৈনিক মাথাভাঙ্গার সাংবাদিক এম আই মিরাজ, দামুড়হুদা বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নওশাদ আলি, সাবেক মেম্বার ইকরামুল হক, ক্রীড়াপ্রেমী জাকির হোসেন, আশাদুল হক। খেলায় রেফারির দায়িত্বে ছিলেন সহিদ আজম সদু।

আলমডাঙ্গায় বৃহত্তর কাপড়পট্টি সমিতির নতুন কমিটির পরিচিত ও নীতিমালা অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গার বৃহত্তর কাপড় পট্টি ব্যবসায়ী সমিতির নতুন কমিটির পরিচিতি ও নীতিমালা অনুষ্ঠান-২০২১ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার রাত ৯ টার দিকে পৌর এলাকার কাপড়পট্টির তাঁতি শেডে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বৃহত্তর কাপড়পট্টি ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি হাজী গোলাম রহমান সিঞ্জুল।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, কাজ যারা করে তারা ভুল ও করে। সমিতি থাকলে ব্যবসায়ীদের মধ্যে ঐক্য বদ্ধ ভাবে ব্যবসা পরিচালনা করলে সহজলভ্য হয়। সমিতির সকল সদস্যদের ঐক্যবদ্ধতায় ব্যবসায়ীদের নিকট গোলোযোগ, চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন অপরাধ মূলক ঘটনা আমরা প্রতিহত করতে সক্ষম হবো। আমরা সকলেই পাশে থেকে এই সমিতির কার্যক্রম সুন্দর ও সুষ্টু ভাবে পরিচালিত করতে হবে।
বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবু মুছা, বণিক সমিতির সভাপতি ও বৃহত্তর কাপড়পট্টি সমিতির সহ-সভাপতি আরেফিন মিয়া মিলন, সৈয়দ সাজেদুল হক মনি, হাজী আব্দুল খালেক, যুগ্ম সম্পাদক আলম হোসেন, ক্যাশিয়ার ফারুক হোসেন, সহ ক্যাশিয়ার শফিউল হাসান মিলন, দপ্তর সম্পাদক হাবিবুর রহমান রুবেল, প্রচার সম্পাদক মেহেদী মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন, ধর্মীয় সম্পাদক রবিউল ইসলাম।
এছাড়াও অনুষ্ঠানে সদস্যবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন, সালাউদ্দিন টিপু, শাহিন মিয়া, আলমঙ্গীর হোসেন, মীর ফরহাদ হোসেন, মানিক মিয়া, বকুল মিয়া, লাবলু মিয়া, আবু হাসান, বাবলু মিয়া, সিরাজুল ইসলাম, নাজিম মিয়া, সেলিম হোসেন, শহিদুল ইসলাম প্রমুখ।

কুষ্টিয়ায় মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ

কুষ্টিয়ায় কিশোর-কিশোরী ক্লাবের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ পাওয়া গেছে মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে।
দুর্নীতি আর অনিয়মের আশ্রয় নিয়ে লুটপাটে মেতেছেন মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নূরে সফুরা ফেরদৌস। যতই দিন যাচ্ছে ততই অভিযোগের পাল্লা ভারি হচ্ছে এই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে।
কিশোর-কিশোরী ক্লাবের সদস্য ও সংশ্লিষ্টদের জন্য বরাদ্দকৃত নাস্তার এক তৃতীয়াংশ টাকা আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া

পালন করে না বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে।
আলামপুর ইউনিয়নের আবৃত্তি শিক্ষক স্নিগ্ধা আফরিন জানান, ১০জনকে ডিম পাউরুটি ও লাড্ডু দিয়ে নাস্তা দেওয়া হয়েছে।
এখানকার এক শিক্ষার্থী জানান, আমাদেরকে ১০ থেকে ১৫ টাকার নাস্তা দেয়া হয়। করোনার সময় নাকি হ্যান্ড সেনিটাইজার এবং মাস্ক দেওয়ার কথা থাকলেও তা দেয়া হয়নি। তবে তিনি অভিযোগ করে বলেন, মাঝে মাঝে নাস্তা দেয়া হয়না।
এসব বিষয়ে দায়িত্বরত শিক্ষকরা জানান, প্রতিটি ক্লাসে ৩০ জন ছেলে এবং মেয়ে থাকার কথা থাকলেও নামে মাত্র কিছু কিছু কিশোর-কিশোরীরা এখানে আসে। তবে প্রতিদিনের এই নাস্তার টাকা বেঁচে যাওয়ার ব্যাপারটি সম্পর্কে জেন্ডার প্রমোটর রাকিবুল হাসানই বিষয়টি জানেন।
তবে এসব বিষয় নিয়ে জেন্ডার প্রমোটর রাকিবুল হাসান কোন কথা বলতে রাজি হনন। তিনি জানান, বিষয়টি আমাদের জেলার ডিডি ম্যাডাম দেখছেন। কোন কোন ক্লাবে শিক্ষার্থী উপস্থিত না থাকলেও সেই বরাদ্দের টাকা নয়ছয় করে সরকারের এমন উন্নয়ন ভাবনা ম্লান করতে এই কর্মকর্তাকেই দুষছেন সংশ্লিষ্টরা।
এ বিষয়ে মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নূরে সফুরা ফেরদৌস এর সাথে কথা হলে তিনি বলেন, ৩০ জনের জন্যই নাস্তা কিনতে হয়, কিন্তু অনেক সময় ২০-২৫ জন উপস্থিত হয়। যারা উপস্থিত হয়না তাদের নাস্তা অন্যরা খেয়ে নেয়।
তিনি আরও বলেন, নিয়ম অনুযায়ী নাস্তা দেয়া হচ্ছে। বিল নিতে গেলে হিসার রক্ষণ অফিসে টাকা ঘুষ দিতে হয় এছাড়াও অনেক খরচ তো আছেই। উল্লেখ্য, “শেখ হাসিনার উন্নয়ন, কৈশোরের জাগরণ” এই প্রতিপাদ্যের বিষয়ে সারাদেশে ২৪ নভেম্বর ২০১৯ ইং থেকে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধিনে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত কিশোর কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়। এই প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি উপজেলায় দুজন করে ফিল্ড সুপারভাইজার, তিনজন করে জেন্ডার প্রমোটার, এবং প্রতিটি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভার জন্য সঙ্গীত শিক্ষক ও আবৃত্তি শিক্ষক নিয়োজিত রয়েছে।

গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় ২ জন আহত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী শহরের অদূরে পিকআপ ও মাটিবাহী ট্রাক্টরের মধ্যে মখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। সংঘর্ষে পিকআপের চালক ও হেলপারসহ দুজন আহত হয়েছে।
গতকাল শনিবার বিকেলের দিকে মেহেরপুর কুষ্টিয়া সড়কের বামন্দী কিবরিয়া ফিরিং ষ্টেশনের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
আহতরা হলেন, কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার খলিসাকুন্ডি বাজার পাড়ার আব্দুল মজিদের ছেলে আসিফ হোসেন(২৪) ও একই জেলার মীরপুর উপজেলার সদরপুর গ্রামের মাদ্রাসা পাড়ার মৃত হাতেম মোল্লার ছেলে পিকআপ চালক হেলাল উদ্দীন (২৮)।
স্থানীয়রা জানান, গাংনীর ওলিনগর গ্রামের দিক থেকে একটি মাটিবাহী ট্রাক্টর বামন্দীর দিকে যাচ্ছিল। ট্রাক্টরটি বামন্দী কিবরিয়া তেল পাম্পের সামনে পৌছালে কুষ্টিয়ার দিক থেকে আসা মালবাহী অপর একটি পিকআপ নিয়ন্ত্রন হারিয়ে ট্রাক্টরের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।এসময় পিকআপের চালক হেলাল ও হেলপার আসিফ মারাত্মক আহত হয়। চালক হেলাল উদ্দীনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। তবে মাটিবাহী ট্রাক্টরটি উল্টে খাদে পড়ে গেলেও চালক ও হেলপার অক্ষত রয়েছ্।◌ে
গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ বজলুর রহমান দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মেহেরপুরের ক্রীড়া সংস্থা কি জবাব দিবেন ?

৯ম বাংলাদেশ গেমসে মেহেরপুর জেলা নেই কেন? এ প্রশ্নের জবাব কে দিবেন? জেলা ক্রীড়া সংস্থা কি এ দায় এড়াতে পারবেন। প্রাণের মেহেরপুর, যে মেহেরপুর স্বাধীনতার তীর্থ স্থান। স্বাধীনতার ৫০ বছরে সূবর্ণজয়ন্তী পালন করছে জাতী।

সূবর্ণজয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর শুভক্ষণে ৯ম বাংলাদেশ গেমস চলমান। ৯ম বাংলাদেশ গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেশের সব জেলা অংশ নিলেও মেহেরপুর জেলা অংশ নেয়নি। মেহেরপুর লেখা ব্যানারটিও মাটিতে পড়ে ছিল। মেহেদী নামের মেহেরপুরের এক বাস্কেটবল খেলোয়াড় এ দৃশ্য দেখে সহ্য করতে না পেরে ব্যানারটি নিয়ে নিজেই একটি ছবি তুলেছেন। ছবি তুলে তিনি মেহেরপুরের আঞ্চলিক ভাষা নামের একটি ফেসবুকে আবেগঘন একটি স্ট্যাটাস দিয়েছেন। যে স্ট্যাটাস তুলে ধরে মেহেরপুর প্রতিদিন গতকাল শনিবার একটি সংবাদ প্রকাশ করেছে। যা মেহেরপুরের ক্রীড়া কর্তাদের প্রতি বিরুপ ধারণা তৈরি হয়েছে। কেন মেহেরপুর কোন খেলায় অংশ নেয় না। জেলা ক্রীড়া সংস্থার কর্তারা কি জবাব দিবেন। এটি কি লজ্জার নয় তাদের জন্য।

মেহেদী তার স্ট্যাটাসে বিষয়টি গুরত্বসহকারে লিখেছেন। তিনি লিখেছেন, আমার এই ১৩ বছর খেলাধুলার ক্যারিয়ারে জাতীয় পর্যায়ে কোথাও খুঁজে পায়নি আমার মেহেরপুর জেলাকে। হাতে গোনা কয়েকজন আছে যারা বিকেএসপিতে ভর্তি হয়েছে। তাও আবার সে ভালো কিছু করলে নাম হয় বিকেএসপির। একমাত্র ইমরুল কায়েস ভাই কিছু করলে নাম হয় মেহেরপুর জেলার। কিন্তুু ইমরুল কায়েস ভাইকে দিয়ে আর কতদিন। আমার মেহেরপুর জেলার সকল মানি গুনি এবং খেলাধুলা প্রেমিদের কে বলবো এখনো সময় আছে সামনে তরুণ প্রজন্মের দিকে তাকিয়ে প্রতিটা খেলার আয়োজন করুন প্রতিটা খেলার জন্য জায়গা তৈরী করুন বাদ যাবেনা একটা খেলাও। ক্রিকেট, ফুটবল, হকি, এ্যথলেটিকস, সাঁতার, বাস্কেটবল, ভলিবল, কাবাডি, হ্যাণ্ডবল সবগুলো খেলা থাকবে। বাংলাদেশের যে কোন খেলা হোক না কেন সবার আগে আগে থাকবে আমার মেহেরপুর জেলার নাম।

মেহেদীর সাথে সুর মিলিয়ে আমরাও আশা করবো যে কোন খেলায় যেন মেহেরপুর জেলা অংশ নেয়। জেলা ক্রীড়া সংস্থার কর্তারা এ বিষয়টি বিবেচনায় নিবেন। পরবর্তীতে এ লজ্জা থেকে মেহেরপুর জেলাকে রক্ষা করবেন এমনটাই প্রত্যাশা করি।

ঝিনাইদহে সাবেক সেনা সদস্য’র স্ত্রীর গহনা ছিনতাই

ঝিনাইদহ শহরের হাসান ক্লিনিকের সামনে থেকে রেখা সুলতানা (৫৫) নামে এক গৃহবধুর দেড় লাখ টাকার সোনার গহনা ছিনতাই করেছে দুর্বৃত্তরা। তিনি উপ-শহরপাড়ার সাবেক সেনা সদস্য আব্দুস সাত্তারের স্ত্রী। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে। রেখা সুলতানা জানান, তিনি ইসলামী ব্যাংক কমিউনিটি হাসপাতাল এলাকা থেকে কাঁচা বাজার করে বাড়ি ফিরছিলেন। এ সময় নুর মোহাম্মদ মাষ্টারের বাড়ি গলির মধ্যে ওৎ পেতে থাকা দুই ছিনতাইকারী রেখাকে জানায় তাদের মা খুবই অসুস্থ। সাহায্য দরকার। এ ভাবে নানা নানা কথাবার্তায় ভুলিয়ে রেখাকে হাসান ক্লিনিকের সামনে নিয়ে যায়। প্রাই দুই ঘন্টা তাকে এদিক সেদিক ঘুরিয়ে এক পর্যায়ে রেখার কানের দুল, হাতের চুরি ও গলার হার খুলে নিয়ে চম্পট দেয়। সাবেক সেনা সদস্য আব্দুস সাত্তার জানান, তার স্ত্রীর মানসিক সমস্যা ছিল। এটা হয়তো ছিনতাইকারীরা আগে থেকেই জানতো। আর এই সুযোগটি ছিনতাইকারীরা কাজে লাগিয়ে সব কিছু ছিনিয়ে নিয়েছে। ঝিনাইদহ সদর থানার এসআই ফজলুর রহমান খবর নিশ্চিত করে জানান, তিনি খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। পুলিশ সিসি ক্যামেরার সহায়তায় ছিনতাইকারী চক্রকে সনাক্ত ও গ্রেফতারের চেষ্টা করছেন।